বর্ষবরণ ১৪২২

শুভ আশিষ আসিছে নামি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নবউদ্ভূত নগরবাসী শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক কাঠামোর মধ্যেও তার বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে জাতীয় আধারে বিন্যস্ত করার নতুন এক নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক জাতিসত্তা নির্মাণে শামিল হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসক-শোষকরা এর মধ্যে বিপদের আভাস লক্ষ করে সাংস্কৃতিক ও জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের দেওয়া বাংলা নববর্ষের ছুটি বাতিল করা হয়। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলে বাঙালি ফুঁসে উঠে। ১৯৬৬-র ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে রাজনীতি ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালির জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রক্রিয়ায় বাংলা নববর্ষের উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছায়ানট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৬৭ সালে রমনার পাকুড়তলায় বাংলা নববর্ষের যে অনুষ্ঠান শুরু করে প্রতিবছরে তা বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রধান ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। গ্রাম বাংলায় শুরু হওয়া নববর্ষের ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানের নাগরিক উত্তান ঘটে তা এখন বিশাল সর্বমানবিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। এর আনুষঙ্গিক চারুকলার মিছিল, মুখোশ ও বর্ণাঢ্য পোশাক শুধু অভিনব নয় স্বৈরাচার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক অমোঘ হাতিয়ারও। তাই ধর্মান্ধরা বোমা মেরে একে স্তব্ধ করতে চায়। প্রাণের উৎসবকে বন্ধ করা যায় না।

যেখানেই বাঙালি - সেখানেই নববর্ষ পালিত হয়ে আসছে। এই প্রবাসেও আমরা বাঙালিরা বেশ ঘটা করেই পালন করি আমাদের প্রাণের উৎসব - নববর্ষ।

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতীতি পালন করতে যাচ্ছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান **'শুভ আশিষ আসিছে নামি'**।
আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের এই উৎসবকে মহিমান্বিত করবে।

১২ই এপ্রিল, রবিবার ২০১৫
এ্যাশফিল্ড পার্ক, এ্যাশফিল্ড
অনুষ্ঠান শুরু ঠিক সকাল ১০:০০ টায়

শুভ নববর্ষ

প্রতীতি

বৃস্টি হওয়ার আশংকা থাকলে, আমাদের বর্ষনরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে:
Strathfield South Public School, 457 Liverpool Rd, Strathfield NSW 2135

অনুষ্ঠানের দিন দয়া করে নীচের সাইটগুলিতে অনুষ্ঠানের স্থান দেখে নিন:
www.bangla-sydney.com অথবা **www.Sydneybashi-bangla.com**